কলকাতার এক অবহেলিত রত্ন ঃ কালীঘাট পটচিত্র

অশোক কুমার রায়

নির্বাণ কথাটি ইয়োরোপীয়দের চমৎকৃত করেছে। বাক্যটির মননে তাঁরা গম্ভীর; শুধূ দর্শনই যে এমন নয়। ভারতের শিল্প ও সাহিত্যে ইদানীং বিশেষতঃ ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে --- কখনো একটি ব্রহ্মণ্য চরিত্রে কখনো বা রঙে - রেখায়।

বিশেষ করে ফরাসী প্রতিভার যখন শিল্পের নূতনতম ধারণা --- কুহক বাস্তবতা নির্ধারণে ব্যস্ত, ঠিক তখন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক য়ুইস্‌ম্যান, যিনি একাধারে বিরাট লেখক ও শিল্প সমালোচক, পিসারো, হ্নুন্যয়া, সেজান, গগ্‌য়াঁর কারণে ইনি অনেক লিখেছেন। লু সালোঁ ওকিঁসিয়েলদ্য ১৮৮০-র সমালোচনার এক জায়গায় একটি বিস্ময়কর তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "গুসতত্ত্বম্যরও একজন অসাধারণ অনন্য চিত্র শিল্পী .... তিনি ভারতীয় পৌরাণিক (ইয়েরা-তিক - ব্রাহ্মণ্য) শিল্পধারায় বিমোহিত তন্ময় এবং ইতালীয় শিল্পরীতি ও হিন্দু শিল্পে ম্যারও একেবারে ডুবে আছেন, এবং সেই সঙ্গে দালাত্রোয়ার অমেঘ রঙ বিন্যাসে বলীয়ান হয়ে স্বকীয় এক শিল্প রীতির উদ্ভাবন করেছেন তথা নূতন ও ব্যক্তিগত শিল্প সৃষ্টি করেছেন।" (লার মোদেয়োরণ, পৃষ্ঠা ১৫২)

প্রকাশ থাক তখন জার্মানী ফরাসী চিত্র শিল্প জগতে হিয়েরো। সত্তরের দশকে রঙের ব্যবহার নিয়ে প্যারীতে সকলেই যখন গভীর ভাবে চিন্তিত ঠিক সেই সময় ১৯৭৮ সালে ইয়োরোপের মাটিতে কলকাতার 'কালীঘাট পট চিত্রের' প্রথম এক সুনির্বাচিত সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়। ১৯৭৮ এর ২৪শে জুলাই এর উদ্বোধন হয় প্যারীর জাতীয় গ্যালারীতে। পরে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও মিউনিখের মিউনিসিপ্যাল গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়ে বিদগ্ধ রসিক জনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। সর্বত্রই প্রচুর জন সমাগম হয় ও স্থানীয় পত্র পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত ভাবে কলা সমালোচক ও শিল্পীরা নিবন্ধাদি প্রকাশ করেন। প্যারীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিনে আমি উপস্থিত থেকে শুনেছিলাম ক্লাইনের মত বিখ্যাত তথা রঙ বিশেষজ্ঞের মুখে কলকাতার এই পটচিত্র গুলিতে লাইন ওয়ার্ক যেমন পরিণত তেমনি রঙের ব্যবহারও যথেষ্ট সংযত ও পরিশীলিত...। কালীঘাটের এই পট শিল্প পাশ্চাত্যের অনেক খ্যাতনামা শিল্পীরই স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রতিটি চিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে চেতনা যেমন একাকার হয়ে গেছে, তেমনি এর আকাশ কুসুম ভাবনাটির সঙ্গে আজকের আধুনিক চিত্র-কলার একটা যোগসূত্র তথা উত্তরাধিকার চিন্তা মনে আসতে পারে। বাংলার পট কোনভাবেই দরবারী চিত্র নয় একেবারেই 'লোকজ' অর্থাৎ লোক শিল্প। গ্রামীন সমাজ জীবনে যেমন এর চর্চা ও পরিণতি ঘটেছিল তেমনি একেক অঞ্চলে এর বিকাশ তথা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের আলোচ্য কলকাতার আদিকালে যখন আধুনিক ও পাশ্চাত্য চিত্র কলার চর্চা শু হয়নি তখন দেশীয় শিল্পীর নিজস্ব কল্পনায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই কালীঘাট পটে ও বটতলার চিত্রগুলিতে। ফেলে আসা গ্রামীণ শিল্পের ঢঙে আঁকা হলেও নতুন শহর কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ-সংস্কৃতির এক জীবন্ত ইতিহাস উঠে এসেছে এইসব অবহেলিত চিত্র - গুলির মধ্যে দিয়ে । দেব দেবীর রূপ কল্প, সাজ সজ্জা থেকে সাহেব - মেম সকাশে দেশী মানুষের হীনমন্যতা, নব্য বাবু সমাজের ন্যক্কার জনক জীবন যাত্রা, ভ্রষ্টাচারী গু - পুরোহিত সম্প্রদায় দ্বারা ধর্মনাশ, নারী জাতির অবমাননা প্রভৃতি সেকালের সমাজের অবক্ষয়িত দিকগুলি যথা পাঁঠা বলি, বিবাহ, চড়ক মেলার চিত্রের সঙ্গে জননী, বধূ, বিভিন্ন পেশার মানুষ, যানবাহন, জীব-জন্তু প্রভৃতি যে বিষয়ের ছবিরই বিচার করিনা কেন, শিল্প তত্ত্বের দিক থেকে এদের আঙ্গিক ও রেখা খুবই পরিণত। ছেলেমানুষী ভাবনা দিয়ে কালীঘাট বা বটতলা চিত্রের আঙ্গিক নির্মিত নয়। কিছু মাত্র যে ছবি আঁকা জানে, সে কখনই মূর্খ ফিরিঙ্গীর মত 'বাজার পেন্টিঙ্গে এইকাজকে শ্রেণীভুক্ত করবে না। হুকার্সের মত লোকও তার হিমালয়ান জার্নালে লিখেছেন, 'এখানে শিল্প পরিপ্রেক্ষিত নেই' -- কালীঘাটের শিল্প - কর্ম কোনক্রমেই লোক শিল্পের একটি অবিব্যক্তি বলে অভিহিত হতে পারে না; কারণ ছবিগুলি সর্বৈব ফ্রেম সচেতনতার ফল স্বরূপ।

কালীঘাট ওতপ্রোত বাস্তবতাকে চিত্রসত্তায় আনতে অর্থাৎ চিত্রে আরোপিত করতে দশ গুনেছিল, সাদা কাগজের মধ্যে অশরীরে বিদ্যমান অমোঘ যন্ত্রত্ব --- তাকে চিহিত করেছিল। ফলে দেখি তার মুখ মণ্ডল অভিনব, তার দেহ গঠনে সে কি ভীষণ নির্ভীক! পিকাসো আত্মস্মৃতিতে ছবি আঁকা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, 'উত্তমাঙ্গে অজস্র রেখা তাঁকে বড় মুসকিলে ফেলে, দেহের অন্য রেখার সঙ্গে তাদের বাগে আনা দায় -- ঠিক এই তত্ত্ব কালীঘাট বহুদিন আগেই জানতে পারে ; তাই দেখা য াবে কি চতুর ভাবেই তলাকার ঠোঁটের রেখাবহু ছবিতেই উল্লেখ না করেই চিবুকের গঠনের আভাস রেখায় ঠোঁটকে স ম্পূর্ণতা দান করেছে, এতে করে আর একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে উঠেছে, তা হচ্ছে নাটকীয়তা দ্যোতক চরিত্র। তারপর আসে স্তনের স্থান সম্পর্কে বিবেচনা -- কি অদ্ভুত কৌশলে পীন পয়োধরের সৌন্দর্য রেখেই দুটিকে আশর্চ্যভাবে দুদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে যাতে মনে হয় রমনী মুখোমুখি নয়, এক পাশ হয়ে আছে ফলে মুখের ডিম্বাকৃতি বেখার কিয়দংশে সিমিট্রি ভেঙে দিয়েছে - এবং কিভাবে যে রেখা সীমিত আয়তনের মধ্যে খেলে উঠেছে, তা দর্শককে অবাক করে; এত সত্বেও ক ালীঘাট পটই! (ভারতীয় হয়ে, হিন্দু বাঙালী হয়ে বান্ধুলী পুষ্পের মত অধর ছাড়া কি যার তার কাজ!)
কলকাতার এই কালীঘাটের পটের রেখার সঙ্গে দেশীয় রীতি-গত রেখার বড় একটা মিল নেই। যদিও যথার্থভাবে নয়। তবুসুদূর অজন্তার প্রভাব রেখাঙ্ককে আছে দেখা যায়। তবে বৌদ্ধ চিত্রকলার চিরাচরিত সাবেকী রেখা যা প্রজ্ঞা পারমিতার থেকে বড়ুর মন্দিরের প্রাচীর চিত্রে আছে তার অনুবর্তী ও বলা যাবে না এই নবীন কালীঘাট পটচিত্রকে। পশ্চিমবঙ্গের মাল াকাররা একদা শিল্প ছিল, এখন ও মুর্শিদাবাদে দেখা যায় তাদের। এদের রেখা এবং বেদ পটুয়াদের ধারার সঙ্গে কিছু মিল কয়েকটি চিত্রে দেখা গেলেও, ধারাটি অন্য। কে জানে এতে পঞ্চানন কর্মকারের কিছু প্রভাব আছে কিনা, এই জন্যে যে তাঁর রেখার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে মনে হয়। অথবা কলকাতার একটি প্রাচিন ছড়ায় যে উমাচরণ (দাস) এর নাম পাওয় া যায় -- "ছবিতে উমাচরণ করিতে বংশীবদন।"

সেই উমাচরণেরাত আছে কিনা
তালপাতার পুঁথি কালীঘাট চিত্রের- একটি দুর্লভ সংগ্রহ দেখেছি মিউজিয়ামে। পুঁথির যাবতীয় ছবি সূচ ফুটিয়ে আঁকা ত ালের আঁশের দণ সূচ যেমন ইচেছ ঘোরানো যায় না; ফলে রেখা সহজ সরল করে নির্মাণ করতে হয়েছে। এতে এক নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিনবত্বের সঙ্গে জৈন চিত্রের বা পুরী পটের গঠন কৌশলের কিছু মিল আছে। মনীষী অধ্যাপক ডকটর ওনার টাকার আমাকে বলেন, কালী ঘাটের এই দ্বিতীয় আঙ্গিক তথা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারততত্ববিদ্ কলমের ব্যবহারের জন্যে এটা ঘটেছে, চিত্রে সরল রেখার আধিক্য শিল্পীর কোন নিজস্ব সৃষ্টি-উদ্ভাবনার জন্যে নয়। কালীঘাট ও বটতলা চিত্রের মূল্যবান সংগ্রহ আছে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল সংগ্রহশালায়। লন্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও কিছু ভাল কালীঘাট পট ও বটতলা চিত্র আছে।
ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিছু অবয়বধর্মী কালীঘাট পট সংগ্রহ আছে যা'তে ভারতীয় শৃঙ্গার, সোঙারী, দেহ সৌষ্ঠব দর্শককে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। কলকাতার এই একান্ত নিজস্ব চিত্র ধারার যেমন কোন পরম্পরা ও ইতিহাস নেই তেমনি সব ার অলক্ষ্যে কবে কবে হারিয়ে গেছে সেই সব শিল্পীকুল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ইয়োরোপ থেকে আসতে শু করেন ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ দিনেমার, ইতালীয়, স্প্যানিশ, জার্মান শিল্পীর দল। পাশচাত্য রীতিতে (ক্যামেরায় ধরা ফটোগ্র াফ সদৃশ) আঁকা সেদিনের স্কেচ, উডকাট্ওয়াটার কালার অয়েল পেন্টিং গুলোর মধ্যেও সেকালের কলকাতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে হুবহু কিন্তু তা যেমন কালের হিসাবে বেশ কিছুটা পরে, তেমনি একান্ত ভাবেই বিদেশী ভাবনার দ্বারা সৃষ্ট। অবশ্য মনে রাখতে হবে সর্ব প্রথম বিদেশী চিত্রকর যিনি কলকাতার একাধিক দৃশ্যাবলী এঁকেছিলেন তাঁর নাম টিলিকেট্ল্-- কলক াতায় ১৭৭২, ছিলেন চার বছর। এঁর আঁকা চিত্রগুলির সবগুলিই ক্যানভাসের ওপর অয়েল কালারে রঞ্জিত। বিখ্যাত চিত্র হল স্যার এলাইজা ম্পে (চিত্রটি কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারকদের কক্ষে আছে) ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের ময়দানে মার্চ পাস্ট (চিত্রটি বর্তমানে লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের সেন্ট্রালহলে রক্ষিত) কেটলের পর আসেন খ্যাতনামা জার্মান শিল্পী জোহান জোফানি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আসেন ও প্রায় দশবছর কলকাতা সহ ভারতের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করে অজস্র চিত্র আঁকেন যার একটি উল্লেখ-যোগ্য অংশ্য হল কলকাতা। যাইহোক, দেশীয় চিত্রে কলকাতার কালীঘ াট পট চিত্র ও তার পরবর্তী (দেশীয় চিত্র) 'বটতলা চিত্র' নিঃসন্দেহে কলকাতার একেবারে নিজস্ব ঐতিহ্য, যা নিয়ে আমরা

গর্ববোধ করতে পারি। এই চিত্র রীতি আজকের প্রেক্ষিতে বিশ্ব চিত্রজগতে তার স্থান কার ওপরে বা নীচে বলতে না পারলেও ইয়োরোপ - আমেরিকায় উচ্চ প্রশংসিত এর শিল্প বৈদগ্ধ্যতা ও নিজস্ব পরিণত রেখাঙ্কন এর জন্যে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে এই অঙ্কন ধারা আজ লুপ্ত অন্তত শতবর্ষ !